দৈনিক ইনকিলাব

২৫

তারিখ 26 JUN 1997
পৃঃ ৭ কলাম ৩

২৭ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হাজারীবাগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বহুতল ভবনটি ১৯৯৪ সাল থেকে একটি চিহ্নিত সন্ত্রাসী চক্র বেআইনীভাবে দখল করে রেখেছে। পাশে জরাজীর্ণ ভবনের বারান্দার মাটিতে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ালেখা করছে —ইকবাল হাসান নান্টু

রাজধানীর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো ক্রমান্বয়ে বেদখল হয়ে যাচ্ছে

সামছুল ইসলাম ।। রাজধানীর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো ক্রমান্বয়ে বেদখল হয়ে যাচ্ছে। একশ্রেণীর টাউট-বাটপার প্রশাসনের নাকের ডগায় একের পর এক সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দখল করে তা ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত করেছে। এতে নগরীতে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। দখলকৃত অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখন মিনি পতিতালয়, ব্যায়ামাগার, সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দোকানপাট, সঙ্গীত শেখার আসর, অবৈধ উচ্চ বিদ্যালয় ও ল' কলেজ খোলা হয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা সংঘবদ্ধ সন্ত্রাসীদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছেন। শিক্ষার পরিবেশ নেই বললেই চলে। সংশ্লিষ্ট সূত্র এই তথ্য জানিয়েছে। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির স্বার্থবাদী লোকজন প্রতি মাসে বন্ধের দিনে সামাজিক অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করার জন্য বিদ্যালয়সমূহ ভাড়া দিয়ে প্রায় ৮০ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে।

একটি সূত্র জানায়, ১৯২৮ সালে ৫২.৮৬ মিটার জমির উপর হাজারীবাগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি স্থাপন করা হয়। ২৭ লাখ টাকা ব্যয়ে সরকার হাজারীবাগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবনটি নির্মাণ করে। সন্ত্রাসী হেদায়েতুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি চক্র ১৯৯৪ সালের ১১ নভেম্বর হাজারীবাগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবনটি জোরপূর্বক দখল করে নেয়। সন্ত্রাসীরা এই ভবনে ১৫/২০ জন ছাত্রী সংগ্রহ করে একটি অবৈধ স্কুল পরিচালনা, সঙ্গীত শিক্ষা ও সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করে কালো টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। এলাকাবাসী জানিয়েছে, রাতের বেলা উক্ত

(৩-এর পাতায় দেখুন)

রাজধানীর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো ক্রমান্বয়ে বেদখল হয়ে যাচ্ছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভবনে অসামাজিক কার্যকলাপ চালানো হচ্ছে। এই সন্ত্রাসী চক্রকে বিদ্যালয় থেকে উচ্ছেদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অদ্যাবধি বাস্তবমুখী উদ্যোগ নেয়নি। এদিকে পুরাতন ফাটল ভবনের বারান্দার মাটিতে

[illegible] পলিথিনের উপর বসে ছাত্র-ছাত্রীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পড়াশুনা করছে। পুরাতন ভবন ধ্বসে যে কোন সময় ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। নতুন ভবনের চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, ২৭টি ফ্যান পার্শ্ববর্তী অপর একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মজুদ রাখা হয়েছে। এসব আসবাবপত্রে ঘুণে ধরতে শুরু করেছে। নতুন ভবনটি ছুটির দিনে বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য ভাড়া দিয়ে হাজার হাজার টাকা হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে। বিদ্যালয়ের ২১টি দরজা-জানালা রাতের বেলা ভেঙ্গে নিয়ে গেছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা নতুন ভবন থেকে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের জন্য স্থানীয় সংসদ সদস্যের নিকট ধর্ণা দিয়েও কোন সুরাহা পায়নি। লালবাগ থানা শিক্ষা অফিসার শাহিনা আক্তার ইনকিলাবের সাথে আলাপকালে হাজারীবাগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় বে-আইনীভাবে দখলের ঘটনা স্বীকার করেন।

সুত্রাপুর থানা এলাকায় ১৬টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় জরাজীর্ণ। সুত্রাপুর থানা শিক্ষা অফিস জানায়, শহীদ শাহজাহান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নীচতলায় কতিপয় ব্যক্তি দোকান তৈরী করে দখল করেছে। সুত্রাপুরের ৬টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নিয়ে আদালতে মামলা চলছে। ঢাকা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার দেবশ চন্দ্র সরকার জানান, একশ্রেণীর টাউট-বাটপার নগরীর একাধিক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় জোরপূর্বক দখল করে রেখেছে। এদের উচ্ছেদের জন্য বার-বার নোটিশ দেয়া হয়েছে, তার পরেও তাদের টনক নড়েনি। ধানমন্ডি ১ নং বালক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় দখল করে স্বার্থবাদীরা ল-কলেজ পরিচালনা করছে। মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল দখল করে সেখানে নৈশ হাই স্কুল চালানো হচ্ছে। মতিঝিল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় অবৈধভাবে দখল করে হাই স্কুল ও সঙ্গীত শেখানো হচ্ছে। তেজগাঁও ফার্ম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় অবৈধভাবে দখল করে দীর্ঘদিন যাবত ব্যায়ামাগার স্থাপন করা হয়েছে। এমএ আলিম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় দখল করে যুগিনগর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় চালানো হচ্ছে। ওয়ারী মহিলা সমিতির সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বে-আইনীভাবে বঙ্গবাসী কলেজ পরিচালনা করা হচ্ছে। ভিপিন রায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় দখল করে সঙ্গীত বিদ্যালয় এবং ওয়ারী বালিকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় দখল করে ভাস্কর সঙ্গীত বিদ্যালয় পরিচালনা করা হচ্ছে। এতে বিদ্যালয়ের পড়ালেখা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।